মাহে যিলহজ্ব

পবিত্র হজ্ব, কোরবানি ও ঈদুল আজহার মহান সওগাত নিয়ে সম্মানিত মাস মাহে যিলহজ্ব আমাদের দ্বারে উপস্থিত। এ মাস হিজরী বর্ষের শেষ মাস হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশ্বমুসলিমকে সমন্বিতভাবে নিজেদের মৌলিক করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। হজ্ব, কোরবানি ও ঈদুল আজহার এ মাসে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে।

এ মাসের নফল ইবাদত

এ মাসের নতুন চাঁদ উদিত হবার পর যে ব্যক্তি দু'রাকাত করে চার রাকাত নফল নামায (প্রতি রাকাতে পঁচিশ বার করে সূরা ইখলাস দ্বারা) আদায় করবে তাঁর জন্য বেশুমার সওয়াবের কথা হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

এ মাসের ১০ম রজনীতে বিতর নামাযের পর দুই রাকাত করে চার রাকাত নফল নামায আদায় করবে। এর প্রতি রাকাতে সূরা কাউছার (ইন্না আ'ত্বায়নাকাল কাউছার) তিনবার এবং সূরা ইখলাস (কুলহুয়াল্লাহু আহাদ) তিনবার করে পড়বে।

এ মাসের যে কোন রাতের শেষ অধ্যায়ে প্রতি রাকাতে তিনবার আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা ফালাক্ব এবং সূরা নাস দ্বারা চার রাকাত নামায আদায় করবে। অতঃপর দু'হাত তুলে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে।

দোয়া

সুবহানা যিল ইজ্জাতি ওয়াল জাবারূত, সুবহানা যিল কুদরাতি ওয়াল মালাকূত, সুবহানা যিল হাইয়্যিল লাযী লা য়ামূতু, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ইউহয়ী ওয়া য়ূমীতু ওয়াহুয়া হাইয়ুন লা য়ামূতু সুবহানাল্লাহি রাব্বিল ইবাদি ওয়াল বিলাদি, আল্‌হামদু লিল্লাহি কাছীরান তাইয়্যিবাম মুবারাকান আলা কুল্লি হাল। আল্লাহু আকবর কাবীরান, রাব্বানা ওয়া জাল্লাজালালাহূ ওয়া কুদরাতাহূ বিকুল্লি মকান।

এরপর আল্লাহর নিকট স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করলে ইন্‌শাআল্লাহ কবূল হবে। এ নামায ও দোয়ার আমল একবার আদায় করলে হজ্ব ও মদীনা তাইয়্যিবাহ যিয়ারতের সওয়াব পাওয়া যাবে। আর প্রথম দশ রাতে নিয়মিত আদায় করলে জান্নাতুল ফিরদাউস অবধারিত এবং এক হাজার পাপ মার্জনা করা হবে

তাকবীরে তাশরীক

এ মাসের ৯ তারিখ ফজর নামায হতে ১৩ তারিখ আসর ওয়াক্তের ফরজ নামায পর্যন্ত প্রতি নামাযের পর নিম্নের তাকবীর পাঠ করতে হবে এবং ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র পাঠ করে নিবে।

তাকবীর: *আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ*

ঈদুল আজহার রজনীটি আল্লাহর নিশ্চিত করুণা লাভের পঞ্চরাত্রির অন্যতম। এ রাতে বিনিদ্র থেকে নফল এবাদতের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করার মধ্যে অশেষ কল্যাণ ও সাওয়াব নিহিত রয়েছে।

এ মাসে ওফাত প্রাপ্ত ক'জন আউলিয়া কেরাম

- ➤ ১ *যিলহজ্ব : খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- ➤ ১ *যিলহজ্ব : হযরত শাহ্‌সূফী আমানত খান* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- ➤ ৭ *যিলহজ্ব : হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- ➤ ৮ *যিলহজ্ব : ইমাম মুসলিম ইবনে আকিল* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- ➤ ৮ *যিলহজ্ব : হযরত ইমাম আবু যর গিফারী* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- ➤ ১৫ *যিলহজ্ব : হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- ➤ ১৭ *যিলহজ্ব : হযরত ইমাম আবু বকর শিব্‌লী* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- ➤ ১৮ *যিলহজ্ব : হযরত নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- ➤ ১৯ *যিলহজ্ব : মাহ্‌বূবে ইলাহী হযরত নিযামুদ্দীন* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- ➤ ২৬ *যিলহজ : হযরত খান জাহান আলী* (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

আগামী চাঁদ আগামী মাস : মাহে মুহার্‌রম

হিজরীবর্ষ সূচনাকারী সম্মানিত মাস মুহার্‌রম বিভিন্ন তাৎপর্য এবং ইতিহাসের বহু প্রসিদ্ধ ঘটনার ধারক। পৃথিবীর আদি হতে বহু স্মৃতিকে এ মাস স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত- এ মাসের দশম তারিখটিতে বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা ইতিহাসে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে বলে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে। ১০মুহার্‌রম বা আশুরা দিবসে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম'র দোয়া কবুল, হযরত আদম, হযরত হাওয়া, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম'র জন্ম, হযরত এয়াকুব আলাইহিস্ সালাম'র সাথে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম'র মিলন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর কউমকে নীলনদ হতে পরিত্রাণ এবং ফেরআউন ও তার সৈন্যদের সলীল সমাধি, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য এবং তাওরাত কিতাব লাভ, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম'র সময়ে মহাপ্লাবনের

পর সঙ্গীদের নিয়ে নৌকা হতে ভুমিতে অবতরণ, হযরত ইদ্রীস আলাইহিস্ সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম'র আসমানে উত্তোলন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা'র শাদী মুবারক এবং হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে সপরিবারে শাহাদাত লাভ প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আশুরা তারিখে কোন এক শুক্রবার মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর ধ্বংস ঘটবে। তাই এদিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য মাতম ও আহাজারীর পরিবর্তে কোরআন সুন্নাহ সম্মত কতিপয় আমল নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

আমল

আশুরা দিবসে ইবাদতের নিয়তে গোসল করলে জীবনে কুষ্ঠ রোগ হতে মাহফুজ থাকবে। এই দিন এবং তার পূর্ববর্তী দিনসহ রোযা পালন, পরিবার পরিজনসহ উন্নত খাদ্যের আয়োজন করে শুকরিয়া আদায়, খিচুড়ী বা হালিম জাতীয় আহার্য তৈরী করে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এবং শহীদানে কারবালার জন্য ঈসালে সওয়াবের ব্যবস্থা, চোখে সুরমা ব্যবহার, সামর্থানুযায়ী দান-খায়রাত, ওয়াজ-নসীহতের ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত পূণ্যময় কাজ।

মহর্‌রম মাসের ১ তারিখে দু'রাকাত নামায আদায় করা যায়। সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস তিনবার করে পড়বে। এরপর নিম্নের দোয়াটি পাঠ করলে সারা বৎসর শয়তানের প্ররোচনা হতে রক্ষা পাবে এবং এবাদতে একনিষ্ঠতা হাসিল হবে।

দোয়া

আল্লা-হুম্মা আনতাল আবার্‌রুল কদী-ম, ওয়াহা-জিহী ছানাতুল জাদী-দাহ, ইন্নী- আসআলুকা ফী-হাল ইসমাতা, মিনাশ শায়তা-নির রাজী-ম ওয়া আউলিয়া----ইশ শায়তা-ন, ওয়ামিন শার্‌রিল বালা-য়া- ওয়াল আ-ফা-ত, ওয়াল আউনা হা-জিহিন নাফসিল আ-খিরাতি বিস্‌সূ----ই ওয়াল ইশতিগা-লা বিকা ইউক্বার্‌রিবুনী- ইলাইকা, ইয়া-যালজালা-লি ওয়াল ইক্‌র---ম।

আশুরার দিনে দুই রাকাত করে চার রাকাত নামায আদায় করবে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা যিলযাল, একবার কাফিরূন ও একবার সূরা ইখলাস পড়বে। নামায শেষে কমপক্ষে একশত বার দরূদ শরীফ আদায় করবে। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক আরো চার রাকাত নামাযের নিয়ম পাওয়া যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পঞ্চাশবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করতে হবে।

রোযা

এ মাসে প্রথম দশদিনে রোযা রাখার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এমনকি অন্ততপক্ষে একটি রোযা পালনের জন্য হাদীস শরীফে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

তেলাওয়াত

এ মাসে অধিকহারে কোরআন তিলাওয়াত ও দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষত- আশুরা দিবসে কমপক্ষে দশটি আয়াত তিলাওয়াত কারীর জন্য সমুদয় কোরআন শরীফ খতম করার সওয়াব দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। আমাদের উচিত এ মাসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালন, আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত সকল ক্ষেত্রে হিজরী সাল ও তারিখের গুরুত্ব প্রতিফলন, ব্যক্তিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুবর্তন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া নববর্ষের সূচনাতে আমাদের সে কামনাই থাকবে।